সিন্ধু-সভ্যতার নগরগুলির বিলুপ্তি

হরপ্পা-নগরী যখন প্রথম নির্মিত হয় তখন বহিরাক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য তার চারদিক ঘিরে বুরুজ সমন্বিত এক প্রাচীর তুলে দেওয়া হয়েছিল। এই প্রাচীরের ভিত্তিভূমি ছিল চল্লিশ ফুট প্রশস্ত এবং তার উচ্চতা ছিল পঁয়ত্রিশ ফুট। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে এই প্রাচীরের বাইরের দিকটি আরও মজবুত করে তোলা হয়েছিল- যাদিও এমন সাক্ষ্য অনুপস্থিত যে এই নগরী বিপজ্জনক শত্রু-আক্রমণের মুখোমুখি কখনও হয়েছিল। কিন্তু হরপ্পার অস্তিত্ব মুছে যাবার আগে তার আত্মরক্ষাদির ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়। তার একটি তোরণও বুজিয়ে ফেলা হয় সম্পূর্ণভাবে।

বিপদ ঘনীভূত হচ্ছিল পশ্চিম দিক বিপন্ন হল সব আগে বেলুচিস্তানের গ্রামগুলি। রাণা ঘুণ্ডাই-এর আদিতম যে স্তর .হরয়া সংস্কৃতি এবং আর্যদের আগমন

জোর আনার জন্য যে পুরু দিকটি থাকে তা সেখানে অনুপস্থিত। বিহারে পাওয়া এই জিনিষগুলির বয়স কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায় না। হতে পারে যে হরপ্পার পতনের অনেক পরে এরা নির্মিত হয়েছিল।

উত্তর ভারতের পশ্চিমার্ধে প্রাক-আর্য যুগের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে যা হরপ্পা-সংস্কৃতির প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। এ প্রভাব কাজ করেছিল সাংস্কৃতিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর মানুষদের উপর। হস্তিনাপুরে, কৌশাম্বীতে এবং সম্প্রতিকালে উৎখননকার্য চালিয়ে আলিগড়ের সন্নিকটে অত্রাঞ্জি খেরা বলে যে স্থান উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেখানে এবং তার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে নভদাতোলি এবং নেভাসা- তে এই সাক্ষ্য আমরা পেয়েছি যে খ্রিস্টজন্মের এক হাজার বছরেরও কিছু আগে বহু জনস্থান এ দেশে ছিল যেখানে মানুষ মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ব্যবস্থাদির ভিতরেই বাস করত এবং ধাতুর ব্যবহার তাদের জানা ছিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তারা নিরক্ষর ছিল। কিন্তু তাদের কোনোক্রমেই বর্বর বলা ঠিক হবে না। প্রাগৈতিহাসিক গের ভারত সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যতো স্পষ্ট ও নির্ভুল হয়ে উঠবে, ততোই আমরা দেখতে পাব যে হরপ্পা-সংস্কৃতির বৃত্তের বাইরেও এই উপমহাদেশের বহু মানুষ সাংস্কৃতিক প্রগতির পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে পেরেছিল। এমন কি ঐ বৃত্ত থেকে বহুদূরে পূর্বদিকে বাংলার মাটিতে অন্তত একটি জনবসতি গড়ে উঠেছিল যেখানকার মানুষেরা ধাতুর ব্যবহার করত। 'পাণ্ডু রাজার ঢিবি' নামক স্থানে একটি সীলমোহর ও মৃৎপাত্রাদি পাওয়া গেছে যাদের সঙ্গে ক্রীট দ্বীপের মিনোয়ান সভ্যতার যুগের অনুরূপ জিনিষের কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। অবশ্য এ থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনা যে পরস্পর থেকে সুদূর এই দুটি স্থানের ভিতরে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। পাণ্ডু রাজার ঢিবি যেন এই ইংগিত দেয় যে যে ওখানকার মানুষদের ভিতরে দুটি স্তর ছিল। একটি স্তরের মানুষ ছিল তুলনামূলকভাবে সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং তারা ধাতুর ব্যবহার জানতো। অপর স্তরটি ছিল তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর এবং তারা পাথরে তৈরি যন্ত্র বা হাতিয়ার ব্যবহার করত। হরপ্পা-সভ্যতার পরিধির বাইরে প্রাগৈতিহাসিক ভারতের ছবিটি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে। এই উপমহাদেশে আদিম জনগোষ্ঠীগুলির এক স্থান থেকে আর এক স্থানে গমনাগমনের একটা মোটামুটি • নকশা কালক্রমে আমাদের সামনে ফুটে উঠবে বলে আশা করা যায়। আর তখনই অনেকগুলি সমস্যা-যা বর্তমানে দুরূহ বলে প্রতীয়মান তাদের সমাধান হয়ে যাবে।

যাই হোক না কেন, এ কথা মানতেই হবে যে প্রাক-আর্য যুগে এ দেশে কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল এবং এর জন্য সারা বিশ্ব ভারতের কাছে ঋণী। যতোদূর আমাদের জানা আছে, কার্পাসবস্ত্র প্রথম ব্যবহার করেছিল হরপ্পা-যুগের মানুষ। ধান

তাদের প্রধান খাদ্যশস্যের ভিতরে গণ্য ছিল না। নব্যপ্রস্তরযুগের চীনেও উৎপন্ন হতনা। সে দেশে প্রধান খাদ্য ছিল ভুট্টা বা জোয়ার। ধান নিজের থেকেই পূর্ব-ভারতে অনেক জন্মায়। জলাভূমিতে পরিপূর্ণ গাঙ্গেয় উপত্যকাতেই প্রথম ধানের চাষ সুরু হয়। সুরু করেছিল হরপ্পা-সভ্যতার সম-সাময়িক নব্যপ্রস্তরযুগের মানুষেরা। মহিষ এক পরিচিত প্রাণী ছিল হরপ্পা-যুগের মানুষের কাছে। চীন দেশে তারা পৌঁছেছিল তুলনামূলকভাবে পরবর্তীকালে। গাঙ্গেয় সমভূমিতেই সম্ভবতঃ এদের প্রথম গৃহপালিত জীব বানাবার চেষ্টা হয়। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে অবশ্য এই প্রাণীটির উৎপত্তি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মাটিতে।

জগতকে প্রাগৈতিহাসিক ভারত প্রথম যে উপহারগুলি দিয়েছিল তাদের ভিতরে সবচেয়ে বেশি তারিফ পাবার জিনিষ বোধ হয় গৃহপালিত কুক্কুট। পক্ষীতত্ত্ববিদদের মতে গৃহপালিত যত রকমের মোরগ ও মুরগী বর্তমান তারা সবাই ভারতীয় বন্য কুকুটের বংশধর। হরপ্পার মানুষেরা গৃহপালিত কুক্কুটের সঙ্গে পরিচিত ছিল। তাদের দেহাবশেষ অবশ্য হরপ্পার ধ্বংসস্তূপে খুবই কম পাওয়া গেছে। সেখানকার সীলমোহরগুলিতেও তারা স্থান পায়নি। গাঙ্গেয় উপত্যকায় নব্যপ্রস্তরযুগের মানুষেরাই সম্ভবত বন্য কুক্কুটকে প্রথম বশীভূত করেছিল। ব্রহ্মদেশের পথ দিয়ে তারা অতপর প্রবেশ করে চীনে। গৃহপালিত কুক্কুট চীনে আমরা প্রথম দেখতে পাই খ্রিস্টজন্মের দেড় হাজার বছর আগে। ইজিপ্টের মানুষেরা মোটামুটি একই সময় দিয়ে এই প্রাণীটির পরিচয় লাভ করে এবং এক দুষ্প্রাপ্য পরম সুখাদ্য বলে তাকে চিনতে শেখে। এসব দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ঐ সুদূর অতীতেও জগতের অন্যান্য অংশ থেকে ভারত সম্পূর্ণত বিচ্ছিন্ন ছিলনা।